নৃবিজ্ঞান পত্রিকা, সংখ্যা ১২, পৃ : ২১-৩২
© ২০০৭ নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

'উন্নয়ন' এর বিনির্মাণবাদী ধারণায়ন

রাশেদা রওনক খান*

১. ভূমিকা

'উন্নয়ন' প্রত্যয়টি সামাজিক বিজ্ঞান এর বিভিন্ন শাখায় যেভাবে দেখা হয়, তা সাম্প্রতিক কালে উন্নয়ন নৃবিজ্ঞান (Anthropology of development) এ তীব্রভাবে প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে। 'উন্নয়ন' যে একটি ডিসকোর্স এবং পাশ্চাত্যের নির্মিতি, এই বক্তব্যটি উন্নয়ন নৃবিজ্ঞানীদের কেন্দ্রীয় যুক্তি। 'উন্নয়ন' ধারণাটি কোন প্রদত্ত (given) বিষয় না। উন্নয়ন বিশেষজ্ঞরা বিভিন্ন ডিসকোর্সের মধ্য দিয়ে বিশেষ সময়ে বিশেষ উদ্দেশ্যে মানুষের চিন্তাভাবনা ও মননকে প্রভাবিত করে 'উন্নয়ন' এর ব্যাখ্যা দিতে চায়। তাদের মতে, 'উন্নয়ন' একটি সমস্যায়িত প্রত্যয়। উত্তর আধুনিকতাবাদীদের মতে এই প্রত্যয়টি উদ্দেশ্যমূলক।[১] বিশেষ কোন দেশ বা জনগোষ্ঠীকে পাশ্চাত্যের চিন্তা চেতনার আদলে পরিচালিত করার জন্য এই প্রত্যয়টি ব্যবহার করা হয়। 'প্রাচ্য' এর সমাজকে 'পশ্চাৎপদ' চিহ্নিত করার মধ্যে দিয়ে 'উন্নয়ন' প্রত্যয়টি একটি যন্ত্র বা হাতিয়ার (tool) হিসেবে ব্যবহৃত হয়। সে অর্থে এটি একটি নির্মিতি। 'উন্নয়ন'এর উত্তর আধুনিকতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির অন্যতম প্রবক্তা কলম্বিয়ান নৃবিজ্ঞানী আর্তারো এস্কোবারের বক্তব্য অনুযায়ী বলা যায় যে, বিশ্ব ব্যাংক হচ্ছে 'উন্নয়ন' ডিসকোর্সের ক্লাসিক উদাহরণ। বিশ্ব ব্যাংকের মাধ্যমেই তৃতীয় বিশ্বের 'উন্নয়ন', যাকে এস্কোবার 'a blue print of development' বলেছেন (১৯৯৫)। অন্যান্য বিনির্মানবাদী Esteva, 1992; Ferguson, 1990; Grillo, 1997; Sachs, 1992; Parajuli, 1991 প্রমুখ তাত্ত্বিকগণ একইভাবে 'ডিসকোর্স' হিসেবে 'উন্নয়ন' এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এই প্রবন্ধটিতে আমি 'উন্নয়ন' বিশ্লেষণে উত্তর কাঠামোবাদীদের বিবিধ বক্তব্যকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করবো[২]।

---

* প্রভাষক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা-১৩৪২।
ই-মেইল ঃ rawnak_khan@yahoo.com

প্রবন্ধটির প্রথম অংশে 'উন্নয়ন'এর বিনির্মাণবাদ ধারণার প্রত্যয়গত বিশ্লেষণ রয়েছে। দ্বিতীয় অংশে 'উন্নয়ন' বিনির্মাণবাদের একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা রয়েছে। প্রবন্ধের তৃতীয় অংশে বিভিন্ন নৃবিজ্ঞানীদের মাঠকর্ম ভিত্তিক এথনোগ্রাফির আলোকে 'উন্নয়ন' এর বিনির্মাণবাদী ঐতিহ্য সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। চতুর্থ অংশে বিনির্মাণবাদী ধারণার অন্যতম প্রধান প্রবক্তা এস্কোবারের বক্তব্য স্বল্প পরিসরে তুলে ধরা হয়েছে।

২. 'উন্নয়ন' ও বিনির্মাণবাদ

প্রচলিত 'উন্নয়ন' এর উপর মূল ধারার যে 'ডিসকোর্স' তা একরৈখিক নয়। মুল ধারার 'ডিসকোর্স' সমূহ ক্ষমতা সম্পর্কের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, যাতে কিছু বিশেষ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান বা দল কর্তৃত্ব স্থাপন করে। সরকারী কর্মকর্তারা তাদের কার্যসমূহ ও ঘটনাবলী (acts & events) এবং বক্তব্য সমূহ (statements) এর মধ্য দিয়ে বিশেষ জনগোষ্ঠীর উপর ক্ষমতা অনুশীলন করছে। এই 'ক্ষমতা' একজন ব্যক্তি স্বত্তার উপর যেমন দেখা যেতে পারে, তেমনি ঐ ব্যক্তির নিজস্ব ধ্যান ধারণা ও জ্ঞানকে কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছে তাও লক্ষ্য করা যেতে পারে। এই বিষয়টিকে ডিসকোর্স তত্ত্বে মিশেল ফুকোর ভাষায় 'ক্ষমতার খেলা' হিসেবে চিহ্নিত করা হয় (Foucault, 1972)। ফুকোলডীয়ান তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি এই আলোচনার প্রধান দৃষ্টিভঙ্গি। ডিসকোর্সকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ফুকো বলেছেন, জ্ঞান ও ক্ষমতা আষ্টেপৃষ্টে জুড়ে আছে। ডিসকোর্স সংক্রমিত হয়, জ্ঞান উৎপাদন করে। ডিসকোর্স কেবল কথা নয় বরং জ্ঞান ও ক্ষমতার কৌশলের সাথে সম্পৃক্ত। এই কৌশল সমূহ বিশেষ ডিসকোর্সের প্রায়োগিক প্রেক্ষিতের সাথে জড়িত (আহমেদ, ২০০৫)।

এস্কোবার বলেন, 'উন্নয়ন' কিভাবে বস্তুগত জ্ঞানের একটি প্রতিচ্ছবি হিসেবে কাজ করে এবং ঐ প্রতিচ্ছবিতে পৌঁছানোর মেকানিজমগুলো কি, এবং ঐ মেকানিজমসমূহ বুঝার জন্য 'উন্নয়ন' বাস্তবায়নকারী বা বিস্তারণকারী যন্ত্র সমূহ সনাক্ত করাও দরকার। কারণ যেমন ফুকো বলেছেন, রাষ্ট্র ক্ষমতা চর্চার জন্য একক কোন প্রতিনিধিত্বকারী শক্তি নয়, এর জন্য তাকে কতক জ্ঞান উৎপাদনকারী যন্ত্রের দ্বারস্থ হতে হয়- যার মাধ্যমে (অর্থাৎ discipline) ক্ষমতার অনুশীলন সহজতর হয়। ফুকোর মতে, "Power is quite different from more complicated, dense and pervasive than a set of laws or a state apparatus. It is impossible to get the development of productive forces characteristic of capitalism if you don't at the same time have apparatuses of power" (1980: 158)। তৃতীয় বিশ্বের 'উন্নয়ন' সম্পর্কে মিশেল ফুকোর কোন বক্তব্য নেই। কিন্তু ব্যক্তি কিভাবে সাবজেক্ট হতে অবজেক্ট এ পরিণত

হয়, কিভাবে কৌশল (technique) এবং নিয়মনীতি (roles and regulations) এর মাধ্যমে 'আত্ম'কে নিয়ন্ত্রণ করা হয়, এই ব্যাখ্যা উত্তর আধুনিক নৃবিজ্ঞানীদের তৃতীয় বিশ্বের 'উন্নয়ন' বিশ্লেষণে অনুপ্রাণিত করে (Escobar 1984)। এই ঘরানার নৃবিজ্ঞানীদেরকে 'উন্নয়ন' বিশ্লেষণে বিনির্মাণবাদী হিসাবে অভিহিত করা হয়।

৩. উন্নয়নে বিনির্মাণবাদের ঐতিহ্য

ফুকোলডীয়ান তত্ত্ব প্রয়োগে 'উন্নয়ন' এর বিনির্মাণবাদী হিসাবে পরিচিত তাত্ত্বিকদের অবস্থান ব্যাখ্যা করার মধ্য দিয়ে 'উন্নয়ন' ডিসকোর্সের একটি তাত্ত্বিক বিতর্ক তুলে ধরছি। বিতর্কটি হচ্ছে- 'উন্নয়ন' কিভাবে ডিসকোর্স হতে পারে এবং সেই ডিসকোর্স কিভাবে অনুশীলিত হয়? বিনির্মাণবাদী (deconstructionist) তাত্ত্বিকদের অনেকের কাছেই 'উন্নয়ন' প্রত্যয়টি মৃত হিসেবে মনে করা হয়। তারা মনে করেন এটা শব্দবিহীন (non- word) এবং তা ইনভারটেড কমা-র মাঝে ব্যবহার করা উচিত। কারণ 'উন্নয়ন' বিষয়টি এমনভাবে এগিয়ে গেছে যে, এটা 'উত্তর' কে 'অগ্রসরমান' এবং 'উন্নতি'র এক রৈখিক ধারাকে চিহ্নিত করে এবং 'দক্ষিণ' কে দেখানো হয় একটি 'স্থির' বা 'গতানুগতিক' ধারায় আবদ্ধ, যার উত্তরণ কেবল পুঁজিবাদের পথেই সম্ভব। ১৯৯০ এর মাঝামাঝিতে এটা পরিষ্কার হয় যে, আধুনিকায়নের সুবিধাপ্রাপ্তি আসলে একটা বড় ধরণের বিভ্রম (illusion) ছাড়া আর কিছু নয়, কারণ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, প্রযুক্তিগত পরিবর্তন, বৈজ্ঞানিক যৌক্তিক অগ্রগতি সত্যিকারভাবে বাস্তবায়িত হতে ব্যর্থ হয়েছে। Sachs উদাহরণ হিসেবে 'উন্নয়ন' কে 'স্বজাতিকেন্দ্রিক' এবং 'হিংস্র প্রকৃতি'র বলে উল্লেখ করেন (১৯৯২:৫)। বিনির্মাণবাদী এই দৃষ্টিভঙ্গি হতে বলা যায়, উন্নয়ন কোন বস্তুগত অবস্থা নয়, বরং এটি একটি নির্মিতি এমনকি একটি স্বপ্ন যার মধ্য দিয়ে 'দক্ষিণ'এর জনগণ নিজেদেরকে 'উত্তর' এর একটি আধিপত্যশীল প্রভাবের মধ্য দিয়ে ভাবতে চায় (এস্কোবার, ১৯৯৫:১)।

বিনিমার্ণবাদীদের মতে, 'উন্নয়ন'এর যেমন ধারণাগত ও মতাদর্শগত একটা আন্তঃসম্পর্কিত সিরিজ আছে তেমনি চর্চা ও সম্পর্কের একটা আন্তঃসম্পর্কিত সিরিজ (set) রয়েছে। 'উন্নয়ন' এজেন্সীগুলো হচ্ছে মূল প্রতিষ্ঠান যেগুলো বিশ্বকে প্রভাবিত করে এবং আষ্টেপৃষ্টে ঘিরে আছে। এই সম্পর্কে গার্ডনার এবং লুইস বলেন, ".... development is an enormously powerful set of deas which has guided thought and action across the world over the second part of the twenteenth century; it involves deliberately planned change, and continues to affect the lives of many millions of people across the world. In speaking of development we take its highly

problematic nature as a given, using the term to describe a set of activities, relationship and exchanges as well as ideas" (Gardner and Lewis, 1996). এটা পরিষ্কার যে, উন্নয়ন খুবই ক্ষমতাবান একটি মতাদর্শ যা চিন্তাভাবনাকে প্রভাবিত করে। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বিশ্বব্যাপী এর কার্যক্রম দেখা যায়। এটা উদ্দেশ্য প্রণোদিত, সুচিন্তিত পরিবর্তনে আগ্রহী, এবং সারা বিশ্বের ব্যাপক জনগোষ্ঠীকে প্রভাবিত করছে অবিরত। সেজন্য 'উন্নয়ন' ধারণাকে গার্ডনার এবং লুইস সমস্যাজনক বলে মনে করেন এবং এর প্রকৃতির উপর জোর দিয়ে বলেন যে, উন্নয়নকে বুঝতে হবে কতকগুলো কর্মপ্রক্রিয়া, সম্পর্ক এবং বিনিময়ের আন্তঃ ক্রিয়া হিসেবে।

বিনির্মানবাদী এস্কোবারের মতে, বিশ্বব্যবস্থাপনায় ট্রুম্যানের মতধারা নতুন যুগের সূচনা করেছিল। চল্লিশ বছরের 'উন্নয়ন' প্রয়াসে মূল দুঃখজনক ফলাফল ছিল ঋণ সমস্যা, সেহেলিয়ান দুর্ভিক্ষ, ক্রমবর্ধমান দারিদ্রতা, অস্থিরতা ও সন্ত্রাস (ট্রুম্যান, ১৯৪৯ , ১৯৬৪; উদ্ধৃত Escobar, 1995; 3)। ১৯৭০ এর পূর্ব পর্যন্ত মূল বিষয় ছিল এশিয়া, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকার উন্নয়নের ধারা। এটি লক্ষ করলে দেখা যায় যে, '৫০ এর দশকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের তথ্য থেকে '৭০ এর দশকে 'মৌল মানবিক চাহিদা দৃষ্টিভঙ্গী' (basic human needs approach) কেবলমাত্র অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির উপরই জোর দেয়না বরং ঐ প্রবৃদ্ধি বন্টনের উপরও গুরুত্ব দেয়।

১৯৬০- এর দশকে 'উন্নয়ন' অধ্যয়নে নতুন নতুন বিশ্লেষণ শুরু হয় যার প্রকৃত প্রয়োগ ঘটে '৮০ এর দশকে। কীভাবে বাস্তবতাকে দেখা হচ্ছে এবং কিভাবে এটা ক্রিয়াশীল তা বাস্তবতার ঔপনিবেশিতকরণ (colonization of reality) প্রত্যয়ের মধ্য দিয়ে ব্যাখ্যা করা হয়। সামাজিক বাস্তবতাকে নির্দেশ করতে ফুকো ডিসকোর্স ও ক্ষমতার গতিময়তার উপর জোর দিয়ে দেখান, একটি ডিসকোর্স কীভাবে চিন্তা চেতনা কে গ্রাস করে ফেলে এবং অন্য ধরণের চিন্তা চেতনাকে নাকচ ও অসম্ভব করে দেয়। ফুকোর বিশ্লেষন ঔপনিবেশিক ও উত্তর ঔপনিবেশিক পরিস্থিতিতে এডওয়ার্ড সাঈদ, মুডিম্বে, চন্দ্রা মোহান্তি, হোমি ভাবা এবং অন্যান্যরা ব্যবহার করেন। ডিসকোর্স হিসেবে 'উন্নয়ন'এর চিন্তাটা সুযোগ করে দেয় আধিপত্যের দিকে দৃষ্টি দিতে। যেমনটি পূর্বের মাক্সীয় বিশ্লেষণ হতে দেখা হতো। এ সমস্ত চিন্তাবিদদের মতে, ডিসকোর্স ব্যাখ্যা প্রয়োজন একারণে যে, Discourse analysis creates the possibility of "stand[ing] detached from [the development discourse], bracketing its familiarity, in order to analyze the

theoretical and practical context with which it has been associated" (Foucault 1986:3, উদ্ধৃত Escobar, 1995)।

এটা আমাদের সুযোগ করে দেয়, 'উন্নয়ন'এর বিষয়টিকে একটি সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র হিসেবে আলাদা করে নিতে এবং একই সাথে এ থেকে আমাদের নিজেদেরকেও আলাদা করে নিতে। 'উন্নয়ন' কে ঐতিহাসিকভাবে সৃষ্ট 'ডিসকোর্স' হিসেবে দেখতে গেলে আমাদের পরীক্ষা করে দেখা দরকার, কেন পৃথিবীর অধিক সংখ্যক দেশ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পরই নিজেদেরকে 'অনুন্নত' হিসেবে বিবেচনা করেছিল এবং কীভাবে 'উন্নতি'র দিকে এগিয়ে যাওয়া যায় বা যেতে হবে, তাই তাদের জন্য একটা প্রধান 'সমস্যা' (problem) হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এস্কোবারের মতে, পশ্চিমা বিশেষজ্ঞ ও রাজনীতিবিদরা যখন এশিয়া, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকার মত দেশগুলোর দিকে দৃষ্টি দিলেন (যাদের অধিকাংশই দারিদ্র এবং পশ্চাৎপদ হিসেবে বিবেচিত হতো), তখন থেকে চিন্তা ও অভিজ্ঞতার একটা নতুন ক্ষেত্র তৈরী হলো যার নাম দেওয়া হলো 'উন্নয়ন'। 'উন্নয়ন' ডিসকোর্স এর অধ্যয়ন এডওয়ার্ড সাঈদ এর ধারণার অনুরূপঃ প্রাচ্যবাদকে আলোচনা ও বিশ্লেষণ করা যেতে পারে প্রাচ্য সম্পর্কে আলোচনার মূল প্রতিষ্ঠান হিসেবে। প্রাচ্য সম্পর্কে কোন বিবৃতি দেওয়া, কোন দৃষ্টিভঙ্গি পোষন করা, বর্ণনা দেওয়া, শিক্ষা দেওয়া, নির্ধারন করা কিংবা এর উপর কিছু প্রয়োগ করা ডিসকোর্স হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। সংক্ষেপে প্রাচ্যবাদ হচ্ছে পশ্চিমা আধিপত্য বিস্তারের ঢং (style), পুর্ণগঠনের মধ্য দিয়ে প্রাচ্যের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা (সাঈদ ১৯৭৮)।

সাঈদ এর যুক্তি হলো, প্রাচ্যবাদকে একটি ডিসকোর্স হিসাবে পরীক্ষা না করে আমরা সম্ভবতঃ বুঝতে পারবো না, কি সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়ে ইউরোপীয়ানরা প্রাচ্যকে তৈরী ও ব্যবস্থা করেছিল রাজনৈতিকভাবে, সমাজতাত্ত্বিকভাবে, আদর্শগতভাবে, বৈজ্ঞানিকভাবে ও কাল্পনিকভাবে। ফুকো ও সাঈদ এর তাত্ত্বিক আলোচনার আলোকে মুডিম্বের কাজের কথা এ প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে। "The Invention of Africa" (1988) গ্রন্থে আফ্রিকার দার্শনিক মুডিম্বে বিষয়টিকে এভাবে বিবৃত করেন- আফ্রিকার ব্যাপারে ডিসকোর্স এর ভিত্তি পর্যালোচনা করতে গেলে আমাদের জানতে হবে কীভাবে জ্ঞানের বাস্তবতা হিসাবে আফ্রিকান দেশসমূহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে পশ্চিমা ডিসকোর্স এর মধ্য দিয়ে। তাঁর দৃষ্টিতে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকান্ড হিসাবে "আফ্রিকানবাদ এর আবিষ্কার" এর বাইরেও প্রসারিত হয়েছে, বিশেষ করে নৃবিজ্ঞান ও দর্শনে। ফুকো ও লেভিষ্ট্রসের মত পশ্চিমা সমালোচকদের কাজের যে ব্যাখ্যা আফ্রিকান পন্ডিতরা দিয়েছেন মুডিম্ব তা পুণঃতদন্তে বিশ্বাসী।

৪. বিনির্মাণবাদীদের কিছু এথনোগ্রাফিক উদাহরণ ঃ

আশির দশকের শেষ দিকে 'উন্নয়ন' ডিসকোর্স এর আলোচনা শুরু হয়। কিছু কিছু কাজ যেভাবেই হোক 'উন্নয়ন' ডিসকোর্স এ ভাঙ্গন ধরিয়েছে। জেমস ফারগুসন (১৯৯০) এর লেসেথু (Lesotho) হচ্ছে উত্তর আধুনিকতাবাদী 'উন্নয়ন' বিশ্লেষণের একটি দৃষ্টান্ত। লেসেথুর কেইসে ফারগুসন দেখান যে, লেথেসু বিশ্বব্যাংকের "উন্নয়ন" রিপোর্ট অনুযায়ী একটি 'আদিম অর্থনীতি' (aboriginal economy), কার্যত ধরা ছোঁয়ার বাইরে হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে। এই দারিদ্রতার কারণ হিসেবে রিপোর্টে ' পশ্চাৎপদতা'র কথাই উল্লেখ করা হয়। ব্যবসা বাণিজ্য বা পুঁজি বিনিয়োগের মাধ্যমে কোন দেশের উপর প্রভাব বিস্তার করার মত অর্থনীতি নয় বলেই, এটি 'আদিম'। ফারগুসন যুক্তি দেখান যে, এটা আসলে প্রকৃত পরিস্থিতি হতে অনেক ভিন্ন এবং রির্পোটে লেসেথুর মূল সমস্যা কখনোই ধরা পড়ে না। তিনি বলেন, লেসেথুর সমস্যা বুঝতে হবে আফ্রিকার 'অনুন্নয়ন' এর সাথে সামাজিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ককে বুঝার মাধ্যমে। বিশ্ব ব্যাংকের উক্ত রিপোর্টে লেসেথুর স্থানান্তর (migration) ইস্যু এবং বৈশ্বিক অর্থনীতি সম্পূর্ণভাবেই অনুপস্থিত। ফারগুসন এটা বিশ্লেষণ করে দেখান, কীভাবে 'গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচী' লেথেসু সমাজে পশ্চিমা আধুনিকায়নের ক্রমবর্ধমান প্রভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে। এই পরিবর্তনকে বিশ্বব্যাংক রাজনীতি বহির্ভূত প্রযুক্তিগত (technical) সমাধান হিসেবে উপস্থাপন করে, যাকে তিনি 'Anti-politics machine' বলে অভিহিত করেছেন। ফারগুসন দেখিয়েছেন যে লেসেথুর কৃষি অর্থনীতি হলো-'স্থানিক', 'স্থবির', 'অনড়', 'আদিম', যাকে আধুনিকায়ন করতে হবে বিশ্ব ব্যাংক প্রনীত বিভিন্ন প্রকল্পের মধ্য দিয়ে। আর একজন বিনির্মাণবাদী Sachs (1992) 'উন্নয়ন ডিসকোর্স', এর মূল শব্দগুলোর নির্মিতির বিশ্লেষন করেন যেমন- বাজার, পরিকল্পনা, জনসংখ্যা, পরিবেশ, সম্পদ, উৎপাদন, সমতা, অংশগ্রহন, প্রয়োজন, দারিদ্রতা এবং এই ধরণের অন্যান্য আরও বিষয়। তিনি দেখান যে, ইউরোপীয়ান সভ্যতায় এই ধারনাগুলো উৎপত্তি কাল হতে শুরু করে বর্তমান পর্যন্ত ব্যাপৃত। 'উন্নয়ন' ডিসকোর্স এর ব্যাপ্তিকাল পঞ্চাশের দশক হতে বর্তমান পর্যন্ত। চল্লিশ বছরের অধিক সময় ধরে এসব ধারণাগুলো তাদের ভূমিকার পরিবর্তন করেছে। এসব ক্ষেত্রে বাস্তবতার কিছু উপাদানকে গুরুত্ব দেয় আবার প্রয়োজনীয় অনেক উপাদান গুরুত্বই পায় না। সুনির্দিষ্ট জ্ঞান (হোর্বাট [১৯৯৩] যাকে বলেন 'পৃথিবীর ক্রম নির্দেশক জ্ঞান') এর আধিপত্য এত বেশী যে এটি 'অপশ্চিমা' জ্ঞানকে কোনঠাসা ও বাতিল করে দিয়েছে। Sachs এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, 'উন্নয়ন' ধারণা সমূহের বৈশিষ্ট্যগুলোর রাজনীতি উন্মোচন করা, তাদের সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক স্বাতন্ত্র্য ব্যাখ্যা করা, তৃতীয় বিশ্বের প্রেক্ষিতে এগুলোর

ব্যবহারের বিপদ সম্পর্কে পর্যালোচনা করা এবং স্থানীয়ভাবে এসবের ফলাফল লক্ষ্য করা।

৫. উন্নয়ন ডিসকোর্স আলোচনায় এস্কোবারের ব্যাখ্যা

বিনির্মাণবাদীদের 'উন্নয়ন' ডিসকোর্স আধুনিক জীবন যাপনকে নির্দেশ করে যেখানে 'পশ্চাৎ'কে ভাবা হয় প্রতিবন্ধক হিসেবে। সেই হতে আদি কৃষি চর্চা, ঐতিহ্যবাহী প্রযুক্তি প্রভৃতিকে প্রান্তিকীকরণ করা হয়েছে। এস্কোবার আমাদের উৎসাহিত করেন এইসব কৌশল সমূহের রাজনীতি উদঘাটন বা উন্মোচন করতে যা উন্নয়নকে 'ডিসকোর্স' হিসেবে তৈরি করে। মুলত তিনি এই কৌশল সমূহকে দুটো বিষয়ের উপর অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন যার একটি হচ্ছে উন্নয়নের পেশাগতকরণ (Professionalization), যা পশ্চিমা জ্ঞান এর ক্রমধারা তৈরী করে এবং অপরটি হচ্ছে উন্নয়নের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ (Institutionalization), যা স্থানীয় জ্ঞান ও ক্ষমতা তৈরী করে এবং তা তৃতীয় বিশ্বকে কর্তৃত্ব করে।

এই প্রক্রিয়া দুটোর মাধ্যমে তৃতীয় বিশ্ব সম্পর্কে জ্ঞানকে প্রশ্নাতীত এবং অপরিহার্য সত্য হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। 'পশ্চিমাজ্ঞান' কে স্পষ্টত ভাবেই তার বিপরীতধর্মী 'স্থানীয় জ্ঞান' হতে উৎকৃষ্ট হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। ফলত: 'উন্নয়ন' বিনির্মাণবাদীদের মতে, পুরো 'উন্নয়ন' কর্মসূচীই বিজ্ঞানের ভিত্তিতে আবর্তিত হয় এবং গতানুগতিক কুসংস্কার অথবা সাধারণ অজ্ঞতারূপে বিবেচিত 'স্থানীয় জ্ঞান' কে বাদ দেয়া হয়। এ প্রসঙ্গে এস্কোবার 'ক্ষমতা'র উপর জোর দেন।

এস্কোবারের 'উন্নয়ন' সংক্রান্ত সমালোচনা মিশেল ফুকোর 'ক্ষমতা' সম্পর্কিত ধারণার প্রতিধ্বনি (এস্কোবার, ১৯৮৪)। ফুকোর 'ক্ষমতা'র ধারণা মার্কসীয় 'ক্ষমতা' প্রত্যয় হতে ভিন্ন[৩]। ফুকোর মতে, ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত নয় বরং তা পুরো সমাজেই বিদ্যমান। সমাজকে যদি আমরা স্তরবিন্যাস করি তাহলে প্রতিটি স্তরেই ক্ষমতার অস্তিত্ব রয়েছে বলে ফুকো মনে করেন। নির্দিষ্ট স্তরের মানুষজনের হাতেই ক্ষমতা তা কিন্তু নয়। তার মতে, রাষ্ট্র বা প্রতিষ্ঠানের মাঝেই ক্ষমতা আবদ্ধ নয়। কোন একটি রাষ্ট্রে সরকার, সামাজিক সংস্থা, চার্চ তথা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষমতার মাধ্যমে অনুচরবর্গের জন্ম দেয় এবং তাদের মাধ্যমেই ক্ষমতার চর্চা হয়। জ্ঞান সেই চর্চায় কর্তৃত্ব করে। ফুকোর মতে, ক্ষমতা যেখানে, জ্ঞান সেখানে এবং উন্নয়ন ডিসকোর্স এ দুটো পারস্পরিকভাবে আন্তঃসম্পর্কিত। ফুকো ক্ষমতা ও জ্ঞানের আন্তঃ সম্পর্ককে তুলে ধরেছেন এভাবে "There is no power relation without the correlative constitution of a field of knowledge, nor any knowledge

that does not presuppose and constitute at the same time power relations" (Foucault, 1972:27)

রাষ্ট্র জ্ঞান নির্মাণ করে এবং তা বিস্তরনের জন্য কতক প্রতিষ্ঠানের আশ্রয় নেয়। 'উন্নয়ন' প্রতিষ্ঠানগুলো বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রোগ্রাম নেওয়ার মধ্য দিয়ে তাদের ক্ষমতাকে আরো সম্প্রসারিত করে। ফুকোর মতে, ক্ষমতা কাজ করে প্রাতিষ্ঠানিক এককের মাঝে যাকে তিনি 'apparatus and its technologies (technique)' বলেছেন। তিনি বলেন-"The apparatus is thus always inscribed in a play of power, but it is also always linked to certain co-ordinates of knowledge. This is what the apparatus consists in strategies of relations of forces supporting and supported by, types of knowledge" (Foucault, 1980, 196).

এই উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডকে ব্যাখ্যা করা এবং বুঝানোর দায়িত্ব হচ্ছে Knowledge producing apparatus এর । এদের কাজ হচ্ছে যে প্রোগ্রামটি হাতে নেওয়া হয়েছে তা সম্পর্কে জনগণকে বুঝানো, এর ইতিবাচক দিকগুলো বিশ্লেষণ করা তথা 'উন্নয়ন' এর কথা বলা। আবার এই উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড সমূহ যেন সফলকাম হয় এবং গ্রহনযোগ্য হয়ে উঠে সবার কাছে, তার জন্য কিছু মানদন্ড তৈরী করা। এভাবে সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা এবং স্বাভাবিকীকরণ প্রক্রিয়া (normalization process)[৪] এর মাধ্যমে একে গ্রহনযোগ্য করে তোলা হয়।

এই আলোচনা হতেই বুঝা যায়, রাষ্ট্র নিজে কিছু করে না, তার অধঃস্তন প্রতিষ্ঠান সমূহ (চার্চ, মিলিটারী, প্রশাসন) এর মধ্য দিয়ে ক্ষমতা চর্চা করে। রাষ্ট্র হচ্ছে বিনির্মাণবাদীদের মতে Carrier of International Discourse। আন্তর্জাতিক যে ক্ষমতা তা রাষ্ট্রের মাধ্যমেই আসে, যদিও বাহ্যত রাষ্ট্র কিছু করে না বলেই মনে হয়। রাষ্ট্র তার অধীনস্থ ছোট ছোট প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্য দিয়ে তার চর্চা করে।

এস্কোবার তার "Encountering Development: The Making and Unmaking of the Third Wolrd"(1995) বইয়ে উন্নয়নের পেশাগতকরণ এবং প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ নিয়ে ব্যাপক আলোচনা করেন। এস্কোবারের ভাষায়, 'উন্নয়ন'কে দেখানো যেতে পারে 'তৃতীয় বিশ্ব' সম্পর্কে জ্ঞানের ধরণের সাথে ক্ষমতার ধরণের যোগসূত্র তৈরীর উপাদান হিসেবে, যার ফলাফলস্বরূপ 'তৃতীয় বিশ্বে'র আবির্ভাব হয়েছে। প্রচলিত 'উন্নয়ন' এর সাথে কিভাবে ওতোপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে ক্ষমতা ও জ্ঞান, তা উন্মোচন করাই ছিল এস্কোবারের উদ্দেশ্য।

বিনির্মাণবাদীদের মতে, 'উন্নয়ন' ডিসকোর্সের পুরো বিষয়টির উপর জীবন যাত্রার একটি আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীকে নির্দেশ করে, যেখানে 'পশ্চাতমুখী' চিন্তাভাবনাকে বাধা হিসেবে দেখা হয়। সেই হতে 'আদিম' 'কৃষি ব্যবস্থা', 'ঐতিহ্যগত প্রযুক্তি' কোনঠাসা হয়ে পড়েছে। এস্কোবার তাদের এসব কৌশলগুলো উন্মোচন করার জন্য আমাদের উৎসাহিত করেছেন যার মাধ্যমে ডিসকোর্সগুলো তৈরী হয়। বিশেষ করে ক্ষমতার কৌশলগুলোর দুটি উপাদানের উপর তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন যা এই ডিসকোর্সের মধ্যে বিদ্যমান। একটি হচ্ছে উন্নয়নের 'পেশাগতকরণ' যা কিনা পশ্চিমা জ্ঞানের ক্রমধারা তৈরী করে। অন্যটি উন্নয়নের 'প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ' যা কিনা 'তৃতীয় বিশ্বে'র প্রভাব বিস্তারকারী স্থানীয় ক্ষমতা ও জ্ঞান এর 'কেন্দ্র' নির্মান করে। সে সম্পর্কে আলোচনা করা যাক।

৫.১ পেশাগতকরণ (Professionalization)

'পেশাগতকরণ' এর ধারণা বলতে সেই প্রক্রিয়াকে বুঝায় যার মাধ্যমে 'তৃতীয় বিশ্ব', বিশেষজ্ঞ রাজনীতি ও পশ্চিমা বিজ্ঞানের সাথে সম্পৃক্ত। কিছু প্রযুক্তি, সামাজিক স্তর বিন্যাস, ডিসকোর্স এর মাধ্যমে সংগঠিত যা উন্নয়নের জ্ঞানকে তৈরী ও বৈধতা দেয়। এর সাথে আরও সম্পৃক্ত হয় গবেষণা ও শিক্ষার উপায়সমূহ। বিশেষজ্ঞতার বৈশিষ্ট্যসমূহ ও বিভিন্নমুখী পেশা সর্বোপরি এই পদ্ধতি সমূহ, যার মাধ্যমে একটি জ্ঞানের রাজনীতি তৈরি ও প্রতিষ্ঠিত হয়। উন্নয়ন বিজ্ঞান এর উপবিভাগসমূহ পরিবর্তনের মাধ্যমে পেশাগতকরনের কার্যকারিতা শুরু হয়। পেশাগত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে 'সমস্যা' গুলোকে 'উন্নয়ন' এর মাঝে টেনে এনে তাদের দিকে আলোকপাত করার প্রয়াস চালানো হয়।

৫.২ প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ (Institutionalization)

'উন্নয়ন' আবিষ্কারের সাথে সাথে একটা প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রের সৃষ্টিও জরুরী হয়ে পড়ল, যেখান হতে ডিসকোর্সগুলো তৈরী, রেকর্ড, সুসংহত, পরিবর্তিত এবং তা বিস্তার বা প্রচার করা যায়। এই ক্ষেত্রটি পেশাগতকরণ পদ্ধতির সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। এই দুটো একসাথে একটি কাঠামো তৈরী করে যা বিভিন্ন প্রকার জ্ঞানের ধরণকে উৎপাদন করে এবং বিভিন্ন ধরণের ক্ষমতার ব্যবহার ঘটায়। 'উন্নয়ন' এর প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ সমাজের সকল ক্ষেত্রেই দেখা যায়। আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ ও তৃতীয় বিশ্বের জাতীয় পরিকল্পনা সংস্থা হতে শুরু করে স্থানীয় উন্নয়ন সংস্থা সমূহ, সমাজ উন্নয়ন কমিটি সমূহ, বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, এনজিও সমূহ পর্যন্ত বিস্তৃত (এস্কোবার, ১৯৯৫)। ১৯৪০ এর মাঝামাঝিতে বড় বড় আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ গঠনের সাথে সাথে এর উদ্ভব। তারপর এর কোন বিরতিই নেই এবং

শেষ পর্যন্ত তা একটি কার্যকর ক্ষমতার যোগসূত্রকে সুসংহত করতে সমর্থ হয়েছে। এই নেটওয়ার্কের মধ্য দিয়ে মানুষ ও সমাজ সুনির্দ্দিষ্ট সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক চক্রের অন্তর্ভূক্ত হতে বাধ্য হয় এবং যার মধ্য দিয়ে কিছু আচরণ ও যৌক্তিকতার বিকাশ ঘটায়। এই প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে তৃতীয় বিশ্ব সম্পর্কে একটি ধারনা তৈরী হচ্ছে যেগুলো ব্যবহৃত ও প্রচারিত হয় এবং যা স্পষ্টতভাবেই ক্ষমতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও এরা কাজ করে ব্যবহারিক প্রোগ্রামের মাধ্যমে।

৬. শেষ কথা

এতক্ষণের আলোচনায় 'উন্নয়ন ডিসকোর্স'এর তত্ত্বীয় বিশ্লেষণ সংক্ষেপে উপস্থাপনের চেষ্টা করেছি। অর্থনীতিবাদী 'উন্নয়ন' বিশ্লেষণ কিংবা নৃবিজ্ঞানীদের 'উন্নয়ন'কে ঘিরে সংস্কারমূলক বোঝাপড়া- এ ধরণের বিপরীতধর্মী বিশ্লেষণ এর মধ্য দিয়ে 'উন্নয়ন'এর বিনির্মাণবাদী ধারণার প্রেক্ষাপট তৈরী হয়েছে। 'উন্নয়ন' বিনির্মাণবাদী সমালোচকদের মতে, 'ডিসকোর্স' প্রত্যয়ের মধ্যে দিয়ে 'উন্নয়ন' যে একটি নির্মিতি তা বুঝা সম্ভব। কীভাবে 'উন্নয়ন' ধারণাটি উচু-নীচু, প্রাচ্য-পাশ্চাত্য এই ধরনের দ্বিমাত্রিকতা তৈরী করে এবং 'সমস্যা' হিসেবে উন্নয়নের 'জায়গা' বা 'স্পেস' তৈরী করে তা বোঝাও জরুরী। বিনির্মাণবাদীরা আমাদের উৎসাহিত করেন, কিভাবে 'তৃতীয় বিশ্বে'র সমাজকে 'পশ্চাৎপদ' করা হয়েছে এবং কেন উন্নয়ন যন্ত্রের সার্বক্ষনিক তদারকী (surveillance) হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। মিশেল ফুকোর' `technologies of self' এবং 'ক্ষমতা' প্রত্যয়ের মাধ্যমে 'প্রথম বিশ্ব' কর্তৃক 'তৃতীয় বিশ্ব' এর 'উন্নয়ন' এর শবব্যবচ্ছেদ করাও যে জরুরী, তা বিনির্মাণবাদীরা বিশ্লেষণ করেছেন।

টীকা

১. উত্তর আধুনিকতাবাদ ও উত্তর কাঠামোবাদ ধারণা দুটি আলাদা হলেও অনেকেই একটিকে অপরটির পরিপূরক হিসাবে ব্যবহার করে। 'উন্নয়ন' এর উত্তর কাঠামোবাদ প্রত্যয়টিকে দেরিদা এবং রোলা বার্থের ট্যাক্সচুয়্যাল বিশ্লেষনের উর্ধ্বে ফুকোলডিয়ান অনুশীলন ব্যাখার মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে। সেই অর্থে ডিসকোর্স হচ্ছে অনুশীলন(Discourse as practice)।

২. বাংলাদেশের ক্ষেত্রে 'উন্নয়ন'এর উত্তর কাঠামোবাদী বিশ্লেষণের যথেষ্ট প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে (আহমেদ, ২০০৫)। আমার নিজের একটি গবেষণাকর্ম যা, কুমিল্লা জেলার একটি 'উন্নয়ন প্রকল্প' এর এ্যাথনোগ্রাফি (দেখুন, খান, ২০০৩)। তৃতীয় বর্ষের গবেষণা পত্রটির শিরোনাম ছিলো "উন্নয়ন" ডিসকোর্সের স্থানিক অনুশীলন কেসষ্টাডিঃ দিশাবন্দ আশ্রয়ণ প্রকল্প।" তত্ত্বীয় বিশ্লেষণ এর একটি অংশ। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ গ্রহণের ফাঁকে ফাঁকে এই গবেষণা কাজ করেছিলাম ১ বৎসর যাবৎ। গবেষণাকালে ৬৬টি গৃহস্থালীতে কাজ করলেও তার মাঝ থেকে ২০ জন উত্তরদাতাকে নিবিড় তথ্য সংগ্রহের জন্য গ্রহণ করেছি। গবেষণা বিশ্লেষণ হতে দেখা যায় যে, মানুষ কতকগুলো বস্তুগত সাহায্যের মধ্য দিয়ে 'উন্নয়ন'কে সংজ্ঞায়িত করেনা বরং 'উন্নয়ন' তাদের ব্যক্তিস্বাধীনতা,

পারিবারিক সম্পর্ক বিবেচনা এবং সাধারণ ধারণায়ণ বিষয় সমূহ জড়িত। 'উন্নয়ন' কোন চাপিয়ে দেবার বিষয় নয়, এটি মানুষের দৈনন্দিন জীবনের চর্চা থেকে উৎসারিত যার কারণ হচ্ছে অন্তগত।

৩. ফুকোর তাত্ত্বিক কাঠামোর মূলে আছে 'ক্ষমতা"। তিনি ক্ষমতা বলতে যা বোঝেন তা মার্ক্সীয় ক্ষমতা প্রত্যয়ের বিপরীত। মার্ক্স যেখানে বলছেন ক্ষমতা হচ্ছে বুর্জোয়া শ্রেনীর আধিপত্য বিস্তারের হাতিয়ার, সেখানে ফুকো বলছেন ক্ষমতা সমাজের সর্বত্রই ব্যাপৃত। সমাজের বিভিন্ন স্থানে ক্ষমতার ছড়াছড়ি তিনি দেখতে পান। তিনি বলেন, ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত কোন বিষয় নয়, কোন নির্দিষ্ট কিছু লোকের হাতেও থাকে না, ক্ষমতা সমাজের সকল অংশে (whole social body) ছড়িয়ে থাকে।

৪. মিশেল ফুকো norm বলতে আইন (rule) কে বুঝান নি। norm হচ্ছে ক্ষমতার বিশেষ ধরণ। বিদ্যালয়, কারাগার, হাসপাতাল, ব্যারাক সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অবশ্য পালনীয় বিষয়সমূহ নিয়ম-নীতির মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এই norm সমূহকেই মৌল সত্য হিসেবে দাঁড় করানো হয়। যে প্রক্রিয়ার মধ্যদিয়ে এই সত্য প্রতিষ্ঠিত হয় তাকে ফুকো স্বাভাবিকীকরণ প্রক্রিয়া বা নরমালাইজেশন প্রসেস বলেছেন।

তথ্যপুঞ্জি

Ahmed, Z, (2005) "Development as Discourse, Discourse as Practice" in *The Journal of Social Studies*, Vol. 108. CSS, Dhaka.

Escobar, A. (1984) " Discourse and Power in development: Michel Foucault and the relevance of his work to the Third World." *Alternatives*, pp.377-400. Vol.10, No.10.

Escobar, A. (1995) *Encountering Development: The Making and Unmaking of the Third World*. Princeton University Press: Princeton, New Jersey.

Esteva, G. (1992) 'Development' In W. Sachs (ed.), *The Development Dictionary: A Guide to Knowledge as Power*. London: Zed Books.

Ferguson, J. (1990) *The Anti-politics Machine: 'Development', Depoliticisation, and Bureaucratic Power in Lesotho*. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Foucault, M. (1972) *The Archaeology of Knowledge*. London: Tavistock

Foucault, M. (1980) "Truth and Power." In *Power/Knowledge: Selected interviews and other writings*, 1972-1977. Etd. By Colin Gordon, pp. 209-33. New York: Pantheon.

Gardner, K. and D. Lewis. (1996) *Anthropology, Development and Post-modern Challenge*. London: Pluto Press.

Grillo,R.D. (1997) 'Introduction' In Grillo, R.D and Stirrat, R.L (eds) *Discourses of Development: Anthropological Perspectives*, Berg: Oxford.

Hobart, M. ed. (1993) An Anthropological Critique of Development: The Growth of Ignorance. London : Routledge.

Mudimbe, V. Y. (1988) The Invention of Africa. Bloomingtion : Indiana University Press.

Parajuli, P. (1991) "Power and knowledge in development discourse: New social movements and the state in India." *International Social Science Journal*, 127: 173-90.

Sachs W. (ed.) (1992) *The Development Dictionary: A Guide to Knowledge and Power*. London: Zed Books.

Said E, (1978) Orientalism, London : Penguin.

খান, রাশেদা রওনক (২০০৩) "উন্নয়ন ডিসকোর্সের স্থানিক অনুশীলনঃ কেসষ্টাডিঃ দিশাবন্দ আশ্রয়ণ প্রকল্প" স্নাতক (সম্মান) শ্রেণীর গবেষণা পত্র (অপ্রকাশিত), নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ।